সূরা - ৪৪

ধোঁয়া

(আদ্-দুখান, :১০)

মক্কায় অবতীর্ণ

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, যিনি রহমান, রহীম।

পরিচ্ছেদ - ১

১ হা মীম!

২ সুস্পষ্ট গ্রন্থের কথা ভেবে দেখো—

৩ নিঃসন্দেহ আমরা এটি অবতারণ করেছি এক পবিত্র রাত্রিতে; নিঃসন্দেহ আমরা চির-সতর্ককারী।

৪ এতে প্রত্যেক বিষয় সুস্পষ্ট করা হয় জ্ঞানভাণ্ডার দিয়ে;

৫ আমাদের তরফ থেকে এক নির্দেশনামা। নিঃসন্দেহ আমরা সতত প্রেরণকারী,—

৬ তোমার প্রভু কাছ থেকে এ এক অনুগ্রহ। নিঃসন্দেহ তিনি, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা;—

৭ মহাকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এ দুইয়ের মধ্যে যা আছে তার প্রভু,— যদি তোমরা সুনিশ্চিত হও।

৮ তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তোমাদের প্রভু এবং পূর্বকালীন তোমাদের পিতৃপুরষদেরও প্রভু।

৯ বস্তুতঃ তারা সন্দেহের মাঝে ছেলেখেলা খেলছে।

১০ সুতরাং তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যখন আকাশ নেমে আসবে প্রকাশ্য ধোঁয়া নিয়ে,—

১১ মানুষকে জড়িয়ে ফেলে। এ এক মর্মন্তুদ শাস্তি।

১২ "আমাদের প্রভো! আমাদের থেকে শাস্তি সরিয়ে নাও; নিঃসন্দেহ আমরা বিশ্বাসী হচ্ছি।"

১৩ কেমন ক'রে তাদের জন্য উপদেশ-গ্রন্থ হবে, অথচ তাদের কাছে একজন প্রকাশ্য রসূল এসেই গেছেন?

১৪ কিন্তু তারা তখন তাঁর থেকে ফিরে গিয়েছিল আর বলেছিল— "শেখানো, পাগল।"

১৫ আমরা না হয় কিছুকালের জন্য শাস্তি স্থগিতই রাখব, কিন্তু তোমরা তো ফিরে যাবে।

১৬ যেদিন আমরা পাকড়াবো বিরাট ধড়পাকড়ে, সেদিন আমরা নিশ্চয়ই শেষ-পরিণতি দেখাব।

১৭ আর তাদের আগে আমরা তো ফির'আউনের লোকদলকে পরীক্ষা করেইছিলাম, আর তাদের নিকট এক সম্মানিত রসূল এসেছিলেন,

১৮ এই বলে— "আল্লাহ্‌র বান্দাদের আমার নিকট ফেরত দাও; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের প্রতি একজন বিশ্বস্ত বাণীবাহক;

১৯ "আর যেন তোমরা আল্লাহ্‌র উপরে উঠতে যেও না; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি এক সুস্পষ্ট দলিল।

২০ "আর আমি আলবৎ আশ্রয় চাইছি আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভুর কাছে, পাছে তোমরা আমাকে পাথর মে'রে মেরে ফেল।

২১ “আর যদি তোমরা আমাতে বিশ্বাস না কর তাহলে আমাকে যেতে দাও।”

২২ তারপর তিনি তাঁর প্রভুকে ডেকে বললেন— “এরা হচ্ছে এক অপরাধী জাতি।”

২৩ “তাহলে আমার বান্দাদের নিয়ে রাত্রিকালে রওয়ানা হও; তোমরা অবশ্যই পশ্চাদ্ধাবিত হবে;

২৪ আর সমুদ্রকে পেছনে রেখে যাও শান্ত অবস্থায়। নিঃসন্দেহ তারা হচ্ছে এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।”

২৫ তারা পেছনে ফেলে এসেছে কত যে বাগান ও ঝরনা,

২৬ আর খেত-খামার ও মনোরম বাসস্থান,

২৭ আর ভোগসামগ্রী যাতে তারা অবস্থান করত।

২৮ এইভাবেই; আর এইসব আমরা অন্য এক জাতিকে উত্তরাধিকার করতে দিয়েছিলাম।

২৯ তারপর মহাকাশ ও পৃথিবী তাদের জন্য কাঁদে নি; আর তারা অবকাশপ্রাপ্তও হয়নি।

পরিচ্ছেদ - ২

৩০ আর আমরা নিশ্চয়ই ইসরাইলের বংশধরদের উদ্ধার করে দিয়েছিলাম লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি থেকে—

৩১ ফির‘আউনের থেকে। নিঃসন্দেহ সে ছিল মহাউদ্ধত, সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩২ আর আমরা অবশ্য জেনে-শুনেই তাদের নির্বাচন করেছিলাম লোকজনের উপরে,

৩৩ আর তাদের দিয়েছিলাম কতক নিদর্শনাবলী যার মধ্যে ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

৩৪ নিঃসন্দেহ এরা তো বলেই থাকে—

৩৫ “এইটি আমাদের প্রথমবারের মৃত্যু বৈ তো নয়, কাজেই আমরা তো আর পুনরুত্থিত হবো না।

৩৬ “তাহলে আমাদের পিতৃপুরুষদের নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।”

৩৭ এরাই কি ভাল, না তুব্বার লোকেরা, এবং যারা এদের পূর্ববর্তী ছিল? আমরা তাদের ধ্বংস করেছিলাম, কারণ তারা ছিল অপরাধী।

৩৮ আর আমরা মহাকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী আর এ দুইয়ের মধ্যে যা-কিছু আছে তা ছেলে-খেলার জন্য সৃষ্টি করি নি।

৩৯ আমরা এদুটিকে সত্যের জন্য ভিন্ন সৃষ্টি করি নি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৪০ নিঃসন্দেহ ফয়সালার দিন হচ্ছে তাদের সবার নির্ধারিত দিনকাল,

৪১ যেদিন এক বন্ধু আরেক বন্ধুর থেকে কোনো প্রকারে লাভবান হবে না, আর তাদের সাহায্যও করা হবে না,—

৪২ তারা ব্যতীত যাদের প্রতি আল্লাহ্ করুণা করেছেন। নিঃসন্দেহ তিনি, তিনিই তো মহাশক্তিশালী, অফুরন্ত ফলদাতা।

পরিচ্ছেদ - ৩

৪৩ নিঃসন্দেহ যাক্কুম বৃক্ষ,

৪৪ পাপীদের খাদ্য,—

৪৫ গলিত পিতলের মতো,— পেটের ভেতরে,

৪৬ ফুটন্ত পানির টগ্‌বগ্ করার মতো।

৪৭ “তাকে পাকড়ো, তারপর তাকে টেনে নিয়ে যাও ভয়ংকর আগুনের মাঝখানে,

৪৮ “তারপর তার মাথার উপরে ঢেলে দাও ফুটন্ত পানির শাস্তি,

৪৯ “আস্বাদ কর; তুমি তো ছিলে মহাশক্তিশালী, পরম সম্মানিত!’

৫০ “আলবৎ এ হচ্ছে সেই যে-সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করতে।”

৫১ অবশ্য ধর্মভীরুরা থাকবে নিরাপদ স্থানে—

৫২ বাগানের ও ঝরনার মধ্যে,

৫৩ তারা পরিধান করবে মিহি রেশম ও পুরু জরিদার পোশাক, পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে।

৫৪ এইভাবেই! আমরা তাদের জোড় মিলিয়ে দেব আয়তলোচন হূরদের সাথে।

৫৫ সেখানে তারা আনতে বলবে বিবিধ ফলফসল, নিরাপত্তার সাথে।

৫৬ তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতীত; আর তিনি তাদের রক্ষা করবেন ভয়ংকর আগুনের শাস্তি থেকে—

৫৭ তোমার প্রভুর কাছ থেকে এ এক করুণা। এটি খোদ এক বিরাট সাফল্য।

৫৮ সুতরাং আমরা নিশ্চয় এটিকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি যেন তারা মনোনিবেশ করতে পারে।

৫৯ সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, নিঃসন্দেহ তারাও অপেক্ষমাণ রয়েছে।